দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষক ও উপকরণের অভাব।। পটুয়াখালীতে বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা বিঘ্নিত

পটুয়াখালী, ২৯শে জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– সরকার ১৯৯৪ সাল থেকে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে চালু করলেও পটুয়াখালী জেলায় প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে কৃষি শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার ১৮৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩২টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ৭১ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। জেলা শহরের দু'একটি স্কুল ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কৃষি বিষয়ক শিক্ষক নেই।

এ ব্যাপারে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক জানান, বিদ্যালয়গুলোতে কৃষি শিক্ষক নিয়োগের কোটা বরাদ্দ না থাকায় এবং কৃষি বিষয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষকের অভাবে তারা কৃষি শিক্ষক নিয়োগ করতে পারছেন না। তবে তারা বিদ্যালয়ে একজন বিজ্ঞান (জীববিদ্যা) শিক্ষককে ১০ দিনের (স্বল্পকালীন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কৃষি বিষয়ক ক্লাস চালাচ্ছেন। তারা আরও জানান, একজন শিক্ষকের পক্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত দৈনিক ৫টি ক্লাসসহ জীববিদ্যার নিয়মিত ক্লাস যথাযথভাবে চালিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। এছাড়া মাত্র ১০ দিনের প্রশিক্ষণে শিক্ষা বিষয়ে কি জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তাও প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক কোন উপকরণ নেই। কোনটিতে যৎসামান্য থাকলেও হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার কোন শিক্ষক নেই। এ অবস্থায় ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কৃষি বিষয়ক ৪০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা কিভাবে নেয়া হবে তা এখন বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রধান শিক্ষকগণ বলেন, সরকারি সিদ্ধান্তের এ ধরনের শিক্ষায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্রীরা। তাদের জন্য কৃষি বিজ্ঞান উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। যে সকল বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষক রয়েছেন। সে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রীরা কৃষি বিজ্ঞানের পরিবর্তে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান নিতে পারবে। তারা বলেন, একমাত্র জেলা শহর ছাড়া গ্রামের সহশিক্ষা বিদ্যালয়গুলোতে এমনকি থানা সদরে অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়েও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের কোন শিক্ষক নেই। ফলে ছাত্রীরা এ শিক্ষাও যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। এতে সরকারের বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে না।